বিবিধ বিমা
Miscellaneous Insurance

ইউনিট ১৪

ভূমিকা

বিমা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী পাঠগুলোতে আমরা জীবন বিমা, নৌ বিমা এবং অগ্নি বিমা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছি। জীবন, নৌ ও অগ্নি বিমাসমূহ বিমা ব্যবসায়ের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে আছে। খুব সামান্য জায়গা দখল করে আছে অন্যান্য বিমা। তবে দিন দিন অন্যান্য বিমার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এগুলো হলো শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিমা, বেকার বিমা, মাতৃত্ব কল্যাণ বিমা, ডাক জীবন বিমা, শিল্প জীবন বিমা ইত্যাদি। এছাড়া ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ রক্ষার জন্যও বেশ কিছু বিমা প্রকল্প রয়েছে তা হলো দুর্ঘটনা বিমা, চৌর্য বিমা, মোটর বিমা, শস্য বিমা, বিশ্বস্ততা বিমা, রপ্তানি বিমা, ঘূর্ণিঝড় বিমা, বিমান বিমা, মালিকানা বিমা ইত্যাদি। এছাড়াও গ্লাস-প্লেট বিমা ও গবাদি পশু বিমা উল্লেখযোগ্য। তাহলে আসুন, এ ইউনিটটি শেষ করে আমরা এ ধরনের কতিপয় বিমা সম্পর্কে জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৪.১ : যানবাহন ও দুর্ঘটনা বিমা
পাঠ-১৪.২ : শস্য বিমা
পাঠ-১৪.৩ : স্বাস্থ্য বিমা
পাঠ-১৪.৪ : গবাদি পশু বিমা

মুখ্য শব্দ	যানবাহন বিমা, দুর্ঘটনা বিমা, শস্য বিমা, স্বাস্থ্য বিমা ও গবাদি পশু বিমা

পাঠ-১৪.১ যানবাহন ও দুর্ঘটনা বিমা (Vehicle and Accident Insurance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যানবাহন বিমা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দুর্ঘটনা বিমার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা বিমার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

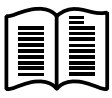

যানবাহন ও দুর্ঘটনা বিমা

আমাদের দেশ উন্নত হচ্ছে। সে সাথে জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাচ্ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানবাহন। উন্নত বিশ্বে যানবাহন বিমা বাধ্যতামূলক। বর্তমানে আমাদের দেশেও এটিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যানবাহন বিমা মূলত: গাড়ির বিপরীতে বিমা। একটা নির্দিষ্ট গাড়ির বিপরীতেই আপনাকে গাড়ি বিমা করতে হয়। কিন্তু আপনার গাড়ি বিমা আসলে কীসব বিষয়ে নিরাপত্তা দিচ্ছে? সেসব বিষয় ভালোভাবে জেনে নিন বিমাপত্র করার আগে। নিচে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হল:

১. আঘাত ও মৃত্যুর জরিমানা: আপনার গাড়ি যদি দুর্ঘটনায় কাউকে আহত করে বা মৃত্যু ঘটায়, তবে ওই আঘাত বা মৃত্যুর বিপরীতে আপনার যে জরিমানা হবে ও আইন-আদালতে খরচ হবে, তার বিপরীতে বিমা সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

২. সম্পত্তি ধ্বংসের দায়: দুর্ঘটনায় আপনার গাড়ি যদি কারো সম্পত্তি ধ্বংসের কারণ হয়, তবে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি বিমা নিশ্চিত করছে কি না তা যাচাই করতে হবে। আপনার গাড়ির আঘাতে অন্যের ক্ষতিপূরণ করার জন্য Third Party বিমা বা তৃতীয় পক্ষ বিমা করা প্রয়োজন।

৩. চিকিৎসা খরচ: দুর্ঘটনায় আপনার গাড়ির আরোহী বা বাইরের কেউ আহত হলে তাঁদের চিকিৎসার খরচের জন্য বিমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। উন্নত বিশ্বে এটি বাধ্যতামূলক।

৪. সড়ক দুর্ঘটনা: সড়কে দুর্ঘটনায় আপনার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, তার বিপরীতে বিমা করার ব্যবস্থা রয়েছে।

৫ দুর্ঘটনা-বহির্ভূত ক্ষতি: সড়ক দুর্ঘটনার বাইরে নানা কারণ যেমন, চুরি, ভাঙচুর, আগুন, ঝড় এবং বন্যার মত কারণে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা করার ব্যবস্থা রয়েছে।

উপর্যুক্ত ক্ষতি নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে adjuster বলে।

আপনার পলিসির সামর্থ অনুযায়ী সব সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য সরকারি অ্যাডজাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। যদি বিমা দাবি ৯০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি না হয় তাহলে কোম্পানির কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। মনে রাখবেন উল্লেখযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া বিমা কোম্পানি ৯০ দিনের মধ্যে দাবি পরিশোধ করতে বাধ্য। আর পরিশোধ না করলে ৯০ দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য আপনি প্রচলিত ব্যাংক সুদের হারে মাসিক ভিত্তিতে আরো ৫% যোগ করে সুদসহ বিমা দাবি পাওয়ার অধিকার রাখেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, যানবাহন বিমার সাথে দুর্ঘটনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাহলে আসুন দুর্ঘটনা বিমা সম্পর্কে জেনে নেই।

দুর্ঘটনা বিমা ঃ বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকটা মহামারির মত। এটি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য নানা প্রচেষ্টা চলছে। এর বাইরেও আরো নানা ধরনের দুর্ঘনা সংঘটিত হয়। দুর্ঘটনা হলো এমন ঘটনা যা অপ্রত্যাশিত ও অনাকাংখিত

বিষয় যার উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, এমনকি যা হঠাৎ করে ঘটে। তাই দুর্ঘটনা কখন ঘটবে তাও পূর্ব থেকে বলা যায় না। এ বিষয়ে বিখ্যাত একটি মামলার রায় রয়েছে। লর্ড ম্যাকনাগন Fenton বনাম Thorley (১৯০৩) মামলার রায় দেওয়ার সময় বিচারপতি বলেন, "দুর্ঘটনা হলো কোন অপ্রত্যাশিত খারাপ ঘটনা বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা আশা বা চিন্তা করা যায় না।"

সুতরাং অপ্রত্যাশিত ও অনাকাংখিত ঘটনার কারণে যে আর্থিক ক্ষতি হয় এবং তার নিরাপত্তার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে দুর্ঘটনা বিমা বলে। এ ধরনের বিমা আপনি ব্যক্তিগত জীবনের জন্য ও সম্পত্তির জন্যও করতে পারেন। এ ধরনের বিমা প্রধানতঃ ক্ষতিপূরণের বিমা। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবে। এ বিমার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত বিশ্বাস ও বিমাযোগ্য স্বার্থ আবশ্যক। এবার আসুন, বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা বিমা সম্পর্কে জেনে নিই।

দুর্ঘটনা বিমার প্রকারভেদ ঃ দুর্ঘটনা বিমা তিন প্রকার। যথা **১.** ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা ২. সম্পত্তির দুর্ঘটনা বিমা ও ৩. দায় বিমা।

নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো-

ক) ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা (Personal Accident Insurance) ঃ এ বিমার সাথে মানুষের কর্মদক্ষতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্ঘটনা বা অসুখের কারণে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কর্মক্ষমতা হারালে যে ক্ষতি হয়, তা পূরণের জন্য বিমা করা হলে তাকে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা বলে। এখানে ব্যক্তিগত দুর্ঘনা বিমা আবার কয়েক ধরনের হতে পারে। নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

১. দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বিমা ঃ এ ধরনের বিমা অনুযায়ী যদি বিমাকৃত ব্যক্তি দুর্ঘটনায় মারা যায় বা দুর্ঘটনায় আহত হয়, তাহলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা ক্ষতিপুরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। মারা গেলে তার নমিনি ক্ষতিপূরণের অর্থ পাবেন।

২. দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতা বিমা ঃ কোন দুর্ঘটনার কারণে বিমাকৃত ব্যক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কর্মক্ষমতা হারালে বিমা চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে বিমাকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

৩. নির্দিষ্ট রোগ ও দুর্ঘটনা বিমা ঃ বিমাপত্র অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা বিমা চুক্তিতে উল্লিখিত কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়লে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

৪. যেকোন প্রকার রোগ ও দুর্ঘটনা বিমা ঃ এ ধরনের বিমায় কোনো রোগের উল্লেখ থাকে না। দুর্ঘটনা ব্যতীত যেকোন রোগে আক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা হারালে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

৫. চিকিৎসা ও হাসপাতাল খরচ বিমা ঃ যে বিমা পলিসিতে দুর্ঘটনা বা কোন রোগের কারণে হাসপাতাল ও চিকিৎসার খরচ বহন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে তাকে চিকিৎসা ও হাসপাতাল খরচ বিমা বলে। উন্নত বিশ্বে এ ধরনের বিমার জন্য নানাবিধ কোম্পানি রয়েছে। এটি স্বাস্থ্য বিমা নামে পরিচিত। এটি প্রায় সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশে এ প্রচলন সীমিত আকারে শুরু হয়েছে।

জানা হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক বিমা। এবার আসুন সম্পত্তির দুর্ঘটনা বিমা সম্পর্কে জেনে নেই।

খ) সম্পত্তির দুর্ঘটনা বিমা (Property Accident Insurance) ঃ হঠাৎ দুর্ঘটনায় সম্পদের ক্ষতি হলে তা পূরণ করার জন্য বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাকে সম্পত্তির দুর্ঘটনা বিমা বলা হয়। নৌ, অগ্নি ও জীবন বিমার বাইরে দুর্ঘটনার কারণে সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয় তার বিপরীতে যে বীমা করা হয়, তাকে সম্পত্তির দুর্ঘটনা বিমা বলা হয়। পরের পাঠে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে আপনার জানার জন্য নিচে কয়েকটি বিমার বিবরণ দেওয়া হলো:

১. বিমান বিমা ঃ বিমানের কোন দুর্ঘটনার ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা পূরণের উদ্দেশ্যে যে বিমা করা হয়, তাকে বিমান বিমা বলা হয়। বিমান বিমার সাথে বিমানের যাত্রী, মালামাল ও বিমান দুর্ঘটনা স্থলের মানুষ ও সম্পদের ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইতোমধ্যে আমরা নেপালে বাংলাদেশের একটি বেসরকারি এয়ার লাইন্সের বিমান দুর্ঘটনার ভয়াবহতা দেখেছি। যাত্রীরা বিমা কোম্পানির কাছ থেকে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। বিমান বিমা বাধ্যতামূলক।

২. প্রকৌশল বিমাঃ শিল্পে দুর্ঘটনার ফলে যন্ত্রপাতি ও কলকবজার ক্ষতির বিপরীতে যে বিমা চুক্তি করা হয়, তাকে প্রকৌশল বিমা বলা হয়। বড় বড় প্রতিষ্ঠান, বয়লার, জেনারেটর, ক্রেন, ট্রান্সফরমার, লিফ্ট, ডিজেল ইঞ্জিন ইত্যাদির জন্য এ ধরনের বিমা গ্রহণ করা হয়। এ বিমার কারণে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সচল থাকে।

৩. প্লেট-গ্লাস বিমাঃ ডেকরেটরে ব্যবহৃত কাঁচের জিনিসপত্রের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়।

৫. চৌর্য বিমাঃ চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির মাধ্যমে সম্পত্তির ক্ষতি হয়। এধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে বিমা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা-ই চৌর্য বিমা। ব্যাংকগুলো নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য এ ধরনের বিমা করে থাকে।

৬. ছিনতাই বিমা ঃ চলাচলের পথে স্বর্ণালংকার, টাকা-পয়সা, বহনযোগ্য জিনিসপত্র ছিনতাইয়ের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা পূরণের লক্ষ্যে যে বিমা করা হয়, তাকে ছিনতাই বিমা বলে।

৭. হিমাগার বিমা ঃ পচনশীল দ্রব্যাদি হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারে রক্ষিত মালামাল কোন কারণে ক্ষতি হলে তার বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের বিমা করা হয়।

গ) দায় বিমা (Liability Insurance)

ধরুন, ভুল চিকিৎসার কারণে একজন ডাক্তারকে মোটা অংকের অর্থ জরিমানা করা হল। এটাও দুর্ঘটনা। এ ছাড়া এটি একটি দায়। বিমার মাধ্যমে এ দায় এড়ানো যায়। দায় বিমাও একধরনের দুর্ঘটনা বিমা। শিল্প কারখানায় কাজের সময় শ্রমিক কর্মচারি দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হলে তার দায়দায়িত্ব মালিকের উপর বর্তায়। মালিক এ ধরনের দায়দায়িত্ব যখন বিমাকারীর নিকট হস্তান্তর করে, তাকে দায় বিমা বলে। নিচে বিভিন্ন ধরনের দায় বিমার বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. নিয়োগকারীর দায় বিমা ঃ কারখানায় কতর্ব্যরত অবস্থায় কোন ধরনের দুর্ঘটনা বা ঐ শিল্প সংক্রান্ত কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে কোন কর্মচারি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায় মালিকের উপর বর্তায়। মালিক পক্ষ বিমার মাধ্যমে এ দায় বিমা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন।

২. গণ দায় বিমা ঃ মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী বা বিমানে ভ্রম কালে কোন যাত্রী দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে অথবা যখম হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যাত্রীদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আর্থিক সহায়তাদানের লক্ষ্যে পরিবহন মালিক যে বিমা করে ,তাকে গণ দায় বিমা বলে।

৩. পণ্য দায় বিমা ঃ পণ্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার সময় কোন দুর্ঘটনায় পণ্য সামগ্রী ক্ষতি হলে তার দায় দায়িত্ব পরিবহন কোম্পানির উপর পড়ে। এ ধরনের দায় পরিবহন কোম্পানি বিমার মাধ্যমে বিমা কোম্পানির উপর চাপিয়ে দিতে পারে।

৪. পেশাগত ক্ষতিপূরণ দায় ঃ ক্ষতিপূরণ আইন অনুযায়ী কোন কর্মী কোন পেশাজনিত রোগে আক্রান্ত হলে মালিক আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। এ ধরনের দায় বিমার মাধ্যমে বিমা কোম্পানির উপর চাপিয়ে দেয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার করার জন্য ৫ ধরনের সম্পত্তির দুর্ঘটনা বিমার নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ: অপ্রত্যাশিত কোন দুর্ঘটনার ফলে সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীর নিকট থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবার প্রতিশ্রুতিতে যে চুক্তিবদ্ধ হয়, সেটিই হলো দুর্ঘটনা বিমা। ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার শ্রেণিবিভাগগুলো হলোঃ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বিমা, দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতা বিমা, নির্দিষ্ট রোগ ও দুর্ঘটনা বিমা, যেকোন প্রকার রোগ ও দুর্ঘটনা বিমা, চিকিৎসা ও হাসপাতাল খরচের বিমা প্রভৃতি। মোটরগাড়ী বিমা, মোটর সাইকেল বিমা, গবাদিপশু বিমা, শস্য বিমা, বিমান বিমা, প্রকৌশল বিমা, প্লেট-গ্লাস বিমা, তল্পি-তল্পা বিমা, চৌর্য বিমা, বৃষ্টি বিমা, ছিনতাই বিমা এবং হিমাগার বিমা ইত্যাদি সম্পত্তির দুর্ঘটনা বিমা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কী বলে?
ক. জীবন বিমা খ. সাধারণ বিমা
গ. দুর্ঘটনা বিমা ঘ. রফতানী বিমা

২. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত?
ক. সম্পত্তি বিমা খ. দায় বিমার
গ. জীবনবিমার ঘ. দুর্ঘটনা বিমার

৩. নিচের কোন্‌টি দুর্ঘটনা বিমার অন্তর্ভুক্ত?
ক. জীবন বিমা খ. নৌ বিমা
গ. অগ্নি বিমা ঘ. দায় বিমা

৪. কোন্‌টি সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমার অন্তর্ভুক্ত?
ক. পণ্য দায় বিমা খ. হাসপাতাল ব্যয় বিমা
গ. বৃষ্টি বিমা ঘ. দায় বিমা

৫. সাধারণত দায় বিমা কে করে থাকে?
ক. কর্মচারি খ. নিয়োগকর্তা
গ. শিক্ষাথী ঘ. ব্যবসায়ী

৬. দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি হলে কোন্ ধরনের বিমা করা হয়?
ক. সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমা খ. দায় বিমা
গ. স্বাস্থ্য বিমা ঘ. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা

৭. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমায় কীভাবে প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ করা হয়?
ক. বয়সের ভিত্তিতে খ. পেশার ভিত্তিতে
গ. দুর্ঘটনার ভিত্তিতে ঘ. সময়ের ভিত্তিতে

৮. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমায় কোন্ ঝুঁকির জন্য বিশেষ প্রিমিয়াম হারের ব্যবস্থা আছে?
ক. সাধারণ ঝুঁকি খ. অতিরিক্ত ঝুঁকি
গ. প্রথম শ্রেণির ঝুঁকি ঘ. বিপদসংকুল ঝুঁকি

৯. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমায় কারা প্রথম শ্রেণির ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত?
i. শিক্ষক
ii. শ্রমিক
iii. আইনজীবি
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত–
i. অতিরিক্ত ঝুঁকি
ii. বিপদসংকুল ঝুঁকি
iii. সাধারণ ঝুঁকি
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১৪.২ শস্য বিমা (Crop Insurance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শস্য বিমার সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- শস্য বিমার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- শস্য বিমার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

শস্য বিমা

শস্য বিমার সংজ্ঞা

শস্য বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এ সমস্যা ব্যাপক। বন্যা, শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে ফসলের ক্ষতি হয়। এতে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়ে থাকে। এ ধরনের আর্থিক ক্ষতি মোকাবেলা করার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে শস্য বিমা বলে। সর্ব প্রথম জার্মানিতে শস্য বিমা করা হয়। পরে আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শস্য বিমার ব্যপকতা লাভ করে। বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই শস্য বিমার প্রচলন আছে। আমাদের বাংলাদেশে ১৯৭৭ সাল থেকে শস্য বিমার প্রবর্তন হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আমাদের দেশে ধান, পাট, গম ও ইক্ষু শস্য বিমার আওতায় আনা হয়।

শস্য বিমার গুরুত্ব

আমাদের বাংলাদেশ এখনও কৃষি প্রধান দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাই আমাদের দেশে শস্য বিমার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাহলে আসুন, এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিই।

১. নিরাপত্তা ঃ যে কোন ধরনের শস্যের ক্ষতি বা দুর্ঘটনায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করার মাধ্যমে শস্য বিমা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শস্যের ক্ষতি হলে কৃষিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে শস্য বিমা নিরাপত্তা প্রদান করে। তারা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা শস্য বিমার মাধ্যমে পেয়ে তাকে। আমাদের দেশে এখনো এর প্রসার ঘটেনি। সুনামগঞ্জের হাওরে বাধ ভেঙ্গে পানি ঢুকে ধানের ফলন নষ্ট হওয়ার কথা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। শস্য বিমা থাকলে কৃষকের এতটা আহাজারি দেখা যেত না।

২. উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ শস্যের বিমা ব্যবস্থা চালু থাকাতে শস্য উৎপাদনকারীগণ উৎপাদনে স্বস্তি পায় ও উৎসাহ বোধ করে। ফলে দেশের শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৩. গুদামজাতকরণ ঃ উৎপাদিত শস্য উৎপাদনের শেষেই সব ব্যবহৃত হয় না। এ ধরনের বিমার নিশ্চয়তা থাকায় উৎপাদকগণ নিশ্চিন্তে দীর্ঘদিন মাল মজুত করে রাখতে উৎসাহিত হয়। আমাদের দেশে আলু এবং সবজির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি দেখা যায়।

৪. ঋণ সুবিধা ঃ শস্য বিমার ফলে ব্যাংক কৃষকদেরকে ঋণ দিতে নিরাপদ বোধ করে। ফলে কৃষকের ঋণের সুবিধা বৃদ্ধি পায়।

৫. মূলধন গঠন ঃ অন্যান্য বিমার ন্যায় শস্য বিমার মাধ্যমেও মূলধন গঠন হয়ে থাকে যা বিনিয়োগে সহায়ক হয়।

৬. সুগঠিত বাজার সৃষ্টি ঃ শস্য বিমার ফলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কারণে কৃষকরা সুগঠিত বাজার গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হয়।

৭. উপকরণ সরবরাহ ঃ শস্য বিমা থাকার ফলে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করতে সহজ হয়। এতে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

শস্য বিমার প্রকারভেদ

শস্য বিমা তিন প্রকার। যথা **১.** নির্দিষ্ট ঝুঁকিবিশিষ্ট শস্য বিমা; **২.** সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বিমা, এবং **৩.** সকল ঝুঁকির শস্য বিমা। নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো :

১. নির্দিষ্ট ঝুঁকিবিশিষ্ট শস্য বিমা ঃ যে শস্য বিমায় নির্দিষ্ট ঝুঁকির কথা উল্লেখ থাকে, তাকে নির্দিষ্ট ঝুঁকিবিশিষ্ট শস্য বিমা বলে। নির্দিষ্ট ঝুঁকির কারণে শস্যের ক্ষতি হলে কৃষক ক্ষতিপূরণ পাবেন। যেমন, শিলা বৃষ্টিজনিত কারণে ক্ষতির বিপরীতে শস্য বিমা। এ বিমা সর্বপ্রথম জার্মানে চালু হয়। শস্য ও অঞ্চল ভেদে বিমা খরচে পার্থক্য হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এ বিমার প্রয়োজন খুব বেশি।

২. সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বিমা ঃ যখন একাধিক ঝুঁকির সমন্বয়ে শস্য বিমা করা হয়, তখন তাকে সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বিমা বলে। বাংলাদেশে এ বিমার প্রয়োজন রয়েছে।

৩. সকল ঝুঁকির শস্য বিমা ঃ শস্যের সাথে জড়িত সব ধরনের ঝুঁকির জন্য যে শস্য বিমা করা হয়, তাকে সকল ঝুঁকির শস্য বিমা বলে। শস্য বিমা সকল ঝুঁকির জন্য করা হলেও জমির অনুর্বরতা বা কৃষকদের অদক্ষতার কারণে ফসলে ক্ষতি হলে তার জন্য বিমা কোম্পানি কোন দায় বহন করে না।

শ্রীলঙ্কা সরকার কৃষকের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিমা সুবিধা দিয়েছে। পেঁয়াজ, আলু, ভুট্টা, সয়াবিন ও মরিচসহ ৬ ধরনের ফসলের জন্য এ বিমা সুবিধা দেয়া হচ্ছে। ফলে তাদের উৎপাদনের মাত্রা বেড়ে গেছে। দেশটির এগ্রিকালচার এন্ড আগ্রারিয়ান ইন্স্যুরেন্স বোর্ড পরিচালিত এই প্রকেল্পর আওতায় ফসলের ক্ষতির জন্য প্রতি একর জমির ক্ষেত্রে ৪০ হাজার রুপি অথবা হেক্টর প্রতি ১ লাখ রুপি বিমা সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তালিকাভুক্ত ৬টি শস্য চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করছে শ্রীলংকার কৃষি মন্ত্রণালয়। এ ছাড়াও ফসল তোলার পর বিক্রি না হওয়া বা নষ্ট হওয়া থেকে কৃষকদের সুরক্ষা দিতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও নিশ্চয়তা দিচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য বিভিন্ন ধরনের শস্য বিমার বিবরণ খাতায় লিখুন। শ্রীলংকার বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করুন।

সারসংক্ষেপঃ

শস্যের কোন প্রকার ক্ষতি হলে তার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ করবে- এ মর্মে বিমাকারী ও বিমা গ্রহীতার মধ্যে চুক্তি হলে তাকে শস্য বিমা বলে। শস্য বিমার গুরুত্ব হলোঃ নিরাপত্তা প্রদান, উৎপাদন বৃদ্ধি, মিতব্যয়িতা, গুদামজাতকরণ, ঋণ সুবিধা প্রদান, সুগঠিত বাজার সৃষ্টি, সঞ্চয় বৃদ্ধি, মূলধন গঠন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন্ ধরনের শস্য বিমায় দুই বা ততোধিক সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিকে একক বিমা পত্রের আওতায় আনা হয়?
   ক. নির্দিষ্ট ঝুঁকির শস্য বিমা খ. সকল ঝুকির শস্য বিমা
   গ. সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বিমাঘ. সার্বজনীন শস্য বিমা

২. কোন্ ধরনের শস্য বিমায় দুই বা ততোধিক সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিকে একক বিমা পত্রের আওতায় আনা হয়?

ক. নির্দিষ্ট ঝুঁকির শস্য বিমা
খ. সকল ঝুকির শস্য বিমা
গ. সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বিমা
ঘ. সার্বজনীন শস্য বিমা

৩. শস্য বিমার অন্তর্ভুক্ত হলো-
i. নির্দিষ্ট ঝুঁকির শস্য বিমা
ii. সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বিমা
iii. সকল ঝুঁকির শস্য বিমা
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. শস্য বিমায় নৈতিক ঝুঁকির কারণগুলো হলো-
i. অসততা
ii. অবহেলা
iii. আত্মসাৎ
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫. যেসকল প্রাকৃতিক ঝুঁকির ফলে ফসলের ক্ষতি হতে পারে তার অন্তর্ভুক্ত-
i. ঘুর্ণিঝড়
ii. জলোচ্ছ্বাস
iii. চুরি
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৩ স্বাস্থ্য বিমা (Health Insurance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বাস্থ্য বিমা বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বাস্থ্যবিষয়ক গোষ্ঠি বিমার বিবরণ দিতে পারবেন।

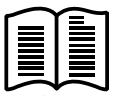

স্বাস্থ্য বিমা

কথায় বলে "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল"। কথাটা অমূলক নয়। স্বাস্থ্যহীন লোকের নিকট জীবন এক প্রকার অর্থহীন। স্বাস্থ্য সকলের জন্মগত অধিকার। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় স্বাস্থ্য রক্ষা সম্ভব নয়। গরীব ও সাধারণ মানুষের পক্ষে বেসরকারী পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এক প্রকার বিলাসিতার সমান। জনস্বার্থে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য বিমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিমা বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য বিমা বাধ্যতামূলক করা না হলে সাধারণ মানুষ সত্যিকার অর্থে স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। স্বাস্থ্য সেবার মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ কথা অনস্বীকার্য।

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস ও পরিবেশ দূষণসহ নানা কারণে দেশে অসংক্রামক রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও কিডনি রোগে আক্রান্তের হার বেড়েই চলেছে। এসব রোগের চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেশি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রোগীর সুরক্ষায় স্বাস্থ্য বিমা চালু থাকলেও বাংলাদেশে এ সেবার আওতায় থাকা মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের নানা দেশে সরকারই জনগণের স্বাস্থের সুরক্ষার গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে এ ব্যাপারে সরকারের করণীয়:

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালার পুনর্মূল্যায়ন এবং পুনর্বিন্যাস।
- স্বাস্থ্যবিমা বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা।
- স্বাস্থ্য খাতে অধিক টাকা বরাদ্দ।
- জেলা পর্যায়ে অধিক সরকারী হাসপাতাল এবং ক্লিনিক স্থাপন।
- গ্রাম-গঞ্জে আরও অধিক সংখ্যক কমিউনিটি ক্লিনিক বা সেন্টার স্থাপন।
- প্রাইভেট হাসপাতাল এবং ক্লিনিক পরিচালনার ব্যাপারে কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন এবং তার সুষ্ঠ প্রয়োগ ওবাস্তবায়ন।
- জেলা পর্যায়ে নার্স বা প্যারামেডিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা এবং
- ঔষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাসমূহের কার্যবিধি নিয়ন্ত্রণ (বিশেষ করে ঔষুধের গুণগত মান এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সতর্ক থাকা) ।

স্বাস্থ্য বিমার বিষয় জানা হলো। এবার আসুন স্বাস্থবিষয়ক গোষ্ঠিবিমা সম্পর্কে জেনে নেই। আমাদের দেশে এ ধরনের বিমা অনেক আগেই শুরু হয়েছে। সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠান তার কর্মীদের জন্য কোন বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

গোষ্ঠী বিমার শ্রেণিবিভাগ

নিচে তিন ধরনের গোষ্ঠী বিমার বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ

১. গোষ্ঠী জীবন বিমা ঃ একদল লোকের জীবনের উপর একটি মাত্র বিমা পলিসি গ্রহণ করা হলে তাকে গোষ্ঠী জীবন বিমা বা গ্রুপ লাইফ ইনসিওরেন্স বলে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত একটি প্রতিষ্ঠানের সকলের জন্য একটি বিমা পলিসি নেয়া হয়। কারো মৃত্যু হলে বা সে অসুস্থ হলে ক্ষতিপূরণ পাবে। গোষ্ঠী বিমায় বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানেই বাধ্যতামূলকভাবে সকলকে অংশ নিতে হয়।

২. গোষ্ঠী পেনশন বিমা ঃ যে গোষ্ঠী বিমার মাধ্যমে চাকুরী শেষে পেনশন সুবিধা প্রদান করা হয় তাকে গোষ্ঠী পেনশন বিমা বলে। বিমার প্রিমিয়াম এ্যানুইটির মত একবার পরিশোধ করতে হয়। চাকুরী শেষে প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বা আজীবন নির্দিষ্ট হারে পেনশন ভোগ করতে থাকে। বাংলাদেশে ব্যাংকগুলোতে এ ধরনের কিছু পেনশন পদ্ধতি চালু আছে।

৩. সরকারি কর্মচারি গোষ্ঠীবিমা ঃ ১৯৬৯ সালে সকল স্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে সরকারি কর্মচারি গোষ্ঠী বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং অদ্যাবধি চালু রয়েছে। গোষ্ঠী বিমা সরকারি কর্মচারিদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রত্যেকের বেতন থেকে প্রতিমাসে প্রিমিয়াম কেটে নিয়ে বিমাকারীকে প্রদান করা হয়। কেবল কর্মরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার নমিনিকে নির্দিষ্ট অংকের টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়া হয়ে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য বিমার নানা সুফল রয়েছে। অথচ আমাদের দেশে এখনো এর প্রসার ঘটেনি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য তিন ধরনের গোষ্ঠি বিমার বিবরণ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীর জীবনের উপর একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করা হয়, তখন তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে। আমাদের দেশের সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারির সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে গোষ্ঠী বিমার অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। শুধুমাত্র কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে নমিনিকে নির্দিষ্ট অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন বিমার বিমা গ্রহীতাকে দাবী হিসেবে অর্থ পরিশোধ করা হয় না?
   ক. স্বাস্থ্য বিমা খ. শস্য বিমা
   গ. অক্ষমতা বিমা ঘ. দায় বিমা

২. কোন ধরনের বিমাপত্রে একই বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক বিমাপত্র গ্রহণ করা হয়?
   ক. যৌথ বিমায় খ. দ্বৈত বিমায়
   গ. গোষ্ঠী বিমায় ঘ. পুনর্বিমায়

৩. নিচের কারা বাধ্যতামূলকভাবে গোষ্ঠি বিমার অন্তর্ভুক্ত?
   ক. সরকারি কর্মী খ. বেসরকারি কর্মী
   গ. উভয় ঘ. কোনটি নয়।

পাঠ-১৪.৪ গবাদিপশু বিমা (Animal Insurance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদিপশু বিমা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- গবাদিপশু বিমার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

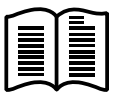

গবাদিপশু বিমা

গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার জন্য প্রথমবারের মতো বিমা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দেশের প্রচলিত বিমা কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই এ বিমা সুবিধা পাবেন গবাদি পশুর মালিকরা। আমাদের দেশে একজন সাধারণ গবাদি পশুর মালিক হলেন একজন ক্ষুদ্র কৃষক যার কাছে একটি কি দুটি গবাদি পশু রয়েছে। দুধ বিক্রয়ের মাধ্যমে গবাদি পশু ও সম্পত্তি থেকে নিয়মিত উপার্জন আসে। গবাদিপশুর মূল্য কৃষকের সম্পদের একটা বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে, সেখানে গবাদি পশুর মৃত্যু কৃষকের সার্বিক সম্পদ ও উপার্জনের উপর বড়সড় ঝুঁকির বিষয়।

গবাদি পশু পৃথিবীর যে কোন দেশের জন্যই মূল্যবান সম্পদ। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে প্রতি দিনের খাদ্য তালিকায় গবাদি পশুর স্থান অপরিসীম। গবাদি পশু অনেক ধরনের অসুখ হয়ে মারা গেলে অর্থনৈতিক ভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে জন্য গবাদি পশুর পালন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। সে কারণে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ যে বিমা ব্যবস্থার প্রচলন আছে তাকে গবাদিপশু বিমা বলে। গবাদিপশু বিমা সাধারণতঃ এক বৎসর মেয়াদী হয়ে থাকে। গবাদি পশু বিমা নবায়ন করা যায় না। নতুনভাবে আবার বিমা করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন দুর্ঘটনা বা কোন রোগের কারণে গবাদি পশুর মৃত্যু হলে বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে চুক্তি অনুসারে যে আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয় তাই গবাদি পশু বিমা। গরু, ছাগল, মহিষ, ঘোড়া ও ভেড়া, উট, দুম্বা প্রভৃতি পশুর ক্ষেত্রে এ ধরনের বিমা করা যায়।

এবার আসুন গবাদি পশু বিমার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করি।

গবাদিপশু বিমার গুরুত্ব

উন্নত বিশ্বে গবাদিপশু বিমা জনপ্রিয় এবং প্রায় অপরিহার্য। আমাদের দেশেও গবাদিপশু বিমার গুরুত্ব অত্যধিক। নিচে গবাদিপশু বিমার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো ঃ

১. দুর্ঘটনা ঃ দুর্ঘটনার কারণে বিমাকৃত পশুর কোন ক্ষতি হলে পশুর মালিক ডাক্তারের পরামর্শক্রমে পশু জবাই করে গোস্ত, হাড়, চামড়া প্রভৃতি বিক্রয় করতে পারবেন। বিক্রিত টাকা বাদ দিয়ে বাকী টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পাবেন।

২. পশু মৃত্যুঃ পশু মৃত্যুর জন্য বিমা করা হলে পশুর মৃত্যু হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিবে। তবে প্রসবজনিত কারণে পশুর মৃত্যু হলে তা বিমার আওতায় আসে না। তবে এটি চুক্তির শর্তের উপর নির্ভর করে।

৩. পশু সংগ্রহ ঃ এ ধরনের বিমা পশু-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করে বিধায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পশু সংগ্রহ করে পশু পালনে উৎসাহিত হয়।

৪. ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঃ পশু বিমার ফলে কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

৫. পশু শিল্পের উন্নয়ন ঃ পশু বিমার ফলে দেশে পশু পালন বৃদ্ধি পায় এবং পশু শিল্প গড়ে উঠে। যার ফলে দেশে দুধ, ঘি, মাখন ও চামড়াশিল্প গড়ে উঠে। উন্নত বিশ্বে এ ধরনের কৃষিভিত্তিক শিল্প অনেক মজবুত।

৬. সমাজ কল্যাণ ঃ পশু বিমার প্রসারের ফলে পশু সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, পশু বিমার ফলে একদিকে যেমন পশু সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপর দিকে বিমা প্রতিষ্ঠান প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য গবাদি পশুর বিমার ৩টি গুরুত্ব খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

কোন দুর্ঘটনা বা রোগের কারণে গবাদিপশুর মৃত্যু হলে বা অন্য কোন ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ বিমাকারী বিমা গ্রহীতাকে যে আর্থিক ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে গবাদিপশু বিমা বলা হয়। গবাদীপশু বিমা সাধারণতঃ ১ বৎসর মেয়াদী হয় যা নবায়নযোগ্য নয়। তার জন্য আবার নতুন করে বিমা করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১. গবাদিপশু বিমা চুক্তির মেয়াদ সাধারণত কত সময়ের জন্য হয়?
   ক. ১ বছর খ. ৩ বছর
   গ. ৫ বছর ঘ. ১০ বছর

২. গবাদিপশু বিমায় কোন ঝুঁকির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?
   ক. প্রাকৃতিক ঝুঁকি খ. নৈতিক ঝুঁকি
   গ. সামাজিক ঝুঁকি ঘ. নির্দিষ্ট ঝুঁকি

৩. বিমাকৃত গবাদিপশু মারা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে হবে-
   ক. পশু ডাক্তারকে খ. বিমাকারীকে
   গ. পশু হাসপাতালকে ঘ. বিমা গ্রহীতাকে

৪. গবাদী পশু বিমার নীতিগুলো হলো-
   i. সদ্বিশ্বাসের নীতি
   ii. স্থলাভিষিক্তের নীতি
   iii. প্রত্যক্ষ কারণের নীতি
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. গবাদি পশু বিমার অন্তর্ভুক্ত?
   i. হাঁস মুরগি
   ii. গরু ছাগল
   iii. শস্য
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. দুর্ঘটনা বিমার সংজ্ঞা দিন।
২. দুর্ঘটনা বিমার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।
৩. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
৪. দায় বিমা কাকে বলে? দায় বিমা কত প্রকার? বর্ণনা দিন।
৫. শস্য বিমা বলতে কি বুঝেন?
৬. শস্য বিমার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৭. শস্য বিমার শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।
৮. গবাদি পশু বিমার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
৯. গবাদি পশু বিমার দাবী আদায় পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১০. গোষ্ঠী বিমার সংজ্ঞা দিন।
১১. প্রধান প্রধান গোষ্ঠী বিমার প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মি. সিদ্দিক ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি করোলা গাড়ি ক্রয় করে বিমা করলেন যাতে দুর্ঘটনায় পড়লে বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পান। সত্যিই একদিন গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়। বিমা কোম্পানি উক্ত অযোগ্য গাড়িটি নিয়ে মি. সিদ্দিককে একটি নতুন গাড়ি (CAR) প্রদান করলেন।
   ক. নৌ-বিপদ কী?
   খ. শস্য বিমা বলতে কী বোঝায়?
   গ. উদ্দীপকে বিমার কোন নীতির প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
   ঘ. উদ্দীপকে মি. সিদ্দিক ও বিমাকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিটি যে ধরনের বিমা তার প্রয়োগ আছে কী? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখান।

২. কালাম সাহেব তার জীবনে অনেক ব্যবসায় করেছেন। সম্প্রতি তিনি বিমা ব্যবসায় শুরু করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ধরনা দিলেও কোনো স্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেননি। এছাড়াও বিমা ব্যবসায় শুরু করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সমস্যা দেখেছেন। তাই তার কাছের বন্ধু রহমান সাহেবকে একদিন বলেছিলেন এসব সমস্যা সমাধান করে আমাদের দেশে যদি বিমা ব্যবস্থার যথাযথ সম্প্রসারণ ঘটতো তবে এটা আমাদের ব্যক্তি জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান সহ নানা ক্ষেত্রে তা ভূমিকা রাখতো।
   ক. বিমা কী?
   খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।
   গ. বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ের সমস্যা কালাম সাহেবের আলোকে বর্ণনা করুন।
   ঘ. বিমা ব্যবসায় কীভাবে জীবনের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করতো বলে কালাম সাহেব মনে করেন? বিশ্লেষণ করুন।

৩. মি. টিপু একজন ট্যাক্সিক্যাব ব্যবসায়ী। তিনি ৫০,০০০ টাকা দিয়ে একটি ট্যাক্সিক্যাব ক্রয় করেন, যা ভাড়া দিয়ে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হন আর না থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই তিনি ট্যাক্সিক্যাবটির ওপর বিমা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
   ক. প্রিমিয়াম কী?
   খ. বিমা থেকে নিশ্চয়তা আলাদা কেন?
   গ. মি. টিপু ট্যাক্সিক্যাবের ওপর কোন ধরনের বিমা করতে পারবেন? বর্ণনা করুন।
   ঘ. ট্যাক্সিক্যাবের ওপর মি. টিপুর কীভাবে বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান বিশ্লেষণ করুন।

৪. মি. শরীফ একজন ব্যবসায়ী। তার গুদামে ৩০,০০,০০০ টাকার পণ্য রয়েছে। তিনি তার পণ্যের জন্য একটি বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে অগ্নি বিমা করেন। বিমা চুক্তি করার সময় উভয় পক্ষ অত্যন্ত বিশ্বাসের সাথে বিমা সংক্রান্ত সকল বিষয় উপস্থাপন করেন। একদিন আগুন লেগে সমস্ত পণ্য পুড়ে যায় এবং বিমাকারী সকল বিষয় পরীক্ষা করে মি. শরীফকে পণ্যের ক্ষতিপূরণ করে দেয়।
ক. বিমা কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি?
খ. আজীবন বিমা বলতে কী বোঝায়?
গ. মি. শরীফ ও বিমা কোম্পানির সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করুন।
ঘ. বিমাকারী কর্তৃক হাবিবকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

৫. রূপনগরের জসিম চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে চীন থেকে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ আমদানি করেন। সমুদ্রপথে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি গ্যারান্টি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের শর্তে প্রতি বছর ১.৫ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে একটি বিমা চুক্তি সম্পন্ন করতে চান। বিমা চুক্তিটি সম্পন্ন শেষ হওয়ার পূর্বেই জসিমের পণ্য পরিবহনকৃত একটি জাহাজ বরফের সাথে ধাক্কা লেগে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়।
ক. জীবন বিমা কর্পোরেশন কী?
খ. জীবন বিমার শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করুন।
গ. জসিম কোন ধরনের বিমা করতে চেয়েছিলেন তা বর্ণনা করুন।
ঘ. জসিম কী বিমাকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৬. সাত্তার ও রহিম দুজন বন্ধু। তারা বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা পাওয়ার জন্য নিজেরা বিমার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। একদিন সাত্তার রহিমের সাথে বিমার ঝুঁকি হ্রাস, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উদ্যোগ সৃষ্টি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে রহিম বিমার একাধিক পক্ষ, প্রস্তাব ও স্বীকৃতি ইত্যাদি অপরিহার্য উপাদান সাত্তারের কাছে তুলে ধরে।
ক. অক্ষমতা বিমা কী?
খ. বিমার ৩টি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. সাত্তার কীভাবে বিমার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন তা মূল্যায়ন করুন।

৭. কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার কৃষিজীবী করিম মিয়া বেশ সচ্ছল জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু এ বছর আকস্মিক বন্যায় তার ৫ একর জমির পাকা ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এখন সন্তান-সন্ততি নিয়ে তার পথে বসার অবস্থা। কিন্তু তার প্রতিবেশী কৃষিজীবী রাসেল মিয়া একটি বিমা কোম্পানির সঙ্গে ফসলের ক্ষতিপূরণের জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। তাই তার অবস্থা করিম মিয়ার মতো হয়নি।
ক. প্রতিদান কী?
খ. ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয় এমন একটি বিমার ব্যাখ্যা দিন।
গ. বিমা কোম্পানির সঙ্গে রাসেল মিয়া কোন ধরনের চুক্তি করেছিলেন তা বর্ণনা করুন।
ঘ. রাসেল মিয়ার ব্যক্তি জীবনে বিমা কী ভুমিকা রেখেছে তা মূল্যায়ন করুন।

৮. জনাব সুমনের নিজস্ব মালিকানায় মাদারীপুরের চর এলাকায় 'সুমন এ্যাগ্রো' নামক একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তিনি কাঁচা শাকসবজি উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ করেন। প্রতিষ্ঠানের সবজি উৎপাদন কার্যক্রম আরও বৃহৎ পরিসরে করার জন্য তিনি স্থানীয় মহাজন থেকে ১০০ টাকায় মাসিক ২ টাকা হার সুদে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন। কিন্তু ঐ বছরে বন্যায় তার সবজির ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং তিনি আশানুরূপ উৎপাদনে ব্যর্থ হন।
ক. অতিরিক্ত স্থায়ী খরচের প্রবণতা কোন ধরনের ঝুঁকি?
খ. পণ্যের বাজার চাহিদা আবশ্যক কেন?

গ. সুমন কোন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. জনাব সুমনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে ঝুঁকির তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন।

৯. হাসান ও ফাহাদ একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের মালিক। ব্যক্তিগত অর্থ ছাড়াও তারা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। কিন্তু পরপর দু'বছর ভালো মুনাফা না হওয়ায় পাওনাদারদের দায় পরিশোধে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়।
ক. কোন্‌টি সব সময় আর্থিক ক্ষতির সৃষ্টি করে?
খ. পরিচালনা খরচ পরিশোধের অক্ষমতা থেকে কীসের উদ্ভব হয়?
গ. হাসান ও ফাহাদের ব্যবসায়ের ঝুঁকির ধরন বর্ণনা করুন।
ঘ. হাসান ও ফাহাদ ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে কীভাবে ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারে তা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১ : ১.গ	২.গ	৩.খ	৪.গ	৫.খ	৬.ঘ	৭.খ	৮.ঘ	৯.গ	১০.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২ : ১.ঘ	২.খ	৩.ঘ	৪.ক	৫.ক					
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩ : ১. ক	২.খ	৩.ক							
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৪ : ১. ক	২.খ	৩.খ	৪.ঘ	৫.ক					